পরীক্ষা

ফলাফল জানতে আড়াইটা পর্যন্ত ওয়েবসাইটে ঢোকা হয়েছে সোয়া কোটিবার

বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকা

মুঠোফোনে ফলাফল দেখার চেষ্টা করছেন দুজন। অন্যজন প্রিয়জনকে ফলাফলের খবর জানাচ্ছেন। রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা *ছবি : খালেদ সরকার*

একসময় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ মানেই ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দ-বেদনার চিত্র। কারণ, ফল জানতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। শিক্ষার্থীরা সশরীর গিয়ে ফলাফল সংগ্রহ করতেন। তখন একদিকে যেমন আনন্দের বন্যা বইত, তেমনি প্রত্যাশিত ফল না হলে অনেকেই বিষাদে ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ঘরে বসেই অনলাইনে ফল সংগ্রহ করা যাচ্ছে। এ কারণে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের অনেকে ফল জেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন।

বিজ্ঞাপন

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

তবে ধীরে ধীরে সেই চিত্রও পাল্টাতে শুরু করেছে। বিশেষ করে করোনার সংক্রমণের পর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি কমছে। এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ফলাফল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনলাইনেই বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তারপরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়েই অনেক শিক্ষার্থী আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠছেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আইটি বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মনজুরুল কবীর প্রথম আলোকে বলেন, সব কটি বোর্ডের ফল জানতে বুধবার বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লাখবার ওয়েবসাইটে ঢুকেছেন লোকজন। আর খুদে বার্তা পাঠিয়েছেন সাড়ে ১৩ লাখ মানুষ।

বুধবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের অনুলিপি তুলে দেওয়া হয়। তখন তিনি কম্পিউটারের বাটন টিপে ফলাফল প্রকাশ করেন। এরপর দুপুরে সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। তবে তার আগেই ওয়েবসাইট ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে খুদে বার্তা পাঠিয়ে ফল সংগ্রহ শুরু হয়।

কীভাবে ফলাফল সংগ্রহ করা যাবে, তা আগেই জানিয়েছিল ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফল বোর্ডের ওয়েবসাইটে রেজাল্ট কর্নারে ক্লিক করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন দিয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফল বিবরণী (রেজাল্ট শিট) ডাউনলোড করা গেছে। আর ওয়েবসাইটে ক্লিক করে রোল ও নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) নম্বর দিয়ে রেজাল্ট শিট ডাউনলোড করা যায়। এ ছাড়া ফলাফল প্রকাশের পর খুদে বার্তার মাধ্যমেও তা জানা যাচ্ছে। এ জন্য প্রথমে HSC লিখে বোর্ডের নাম (প্রথম তিন অক্ষর), রোল, বছর টাইপ করে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে (যেমন HSC Dha 123456 2022 send to 16222)। অন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর ফলাফলও একইভাবে জানা যাবে। শুধু বোর্ডের নাম পরিবর্তন করতে হবে।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় গত বছরের ৬ নভেম্বর সারা দেশে স্বাভাবিক পরিবেশে শুরু হয়েছিল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পরীক্ষার্থী ছিলেন পৌনে ১২ লাখ। এবার পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৫। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ২৮২ জন। তবে, ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮৪ দশমিক ৩১।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy.